সংবাদ

তারিখ ... 31 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

এসএসসি পরীক্ষা ও শিক্ষার মানাবনয়ন

গত বৃহস্পতিবার সারাদেশে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এসএসসি ও দাখিল মিলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লাখেরও বেশি। পরীক্ষার আগে সরকার তথা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল বন্ধের ব্যাপারে যে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছিলেন পরীক্ষার হলে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। প্রথমদিন ছিল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। এ দিনে ১৩ শিক্ষকসহ বহিষ্কার হয়েছে আড়াই হাজার পরীক্ষার্থী। নকল সরবরাহের দায়ে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় বহিষ্কারের পরিসংখ্যান জানা যায়নি। তবে সাম্প্রতিককালে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মাদ্রাসায় নকলবাজি যে বেশিই হয়ে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে অন্যবারের তুলনায় এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় নকল কম হচ্ছে। পরীক্ষা হলের ভেতরে কি হচ্ছে জানা না গেলেও হলের বাইরে অতীতে যে নৈরাজ্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হতো তা এবার লক্ষ্য করা যায়নি। অন্তত পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় দিন পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তই ছিল। পরীক্ষায় নকল রোধে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েও বলা যায়, কেবল শিক্ষার্থীদের ভয় পাইয়ে, বহিষ্কার ও গ্রেফতার করে পরীক্ষার নকল পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। আসলে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে হলে নকলের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনির ওপর নির্ভর না করিয়ে শিক্ষকদের ক্লাসে নিয়মিত পড়ানোর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার জন্য মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতিটা কি? প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষার মানাবনতি ঘটছে। কেন ঘটছে সে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। পরীক্ষা সামনে এলেই নকল বন্ধের জন্য নানা তৎপরতা দেখা যায়। এ তৎপরতা খুব বেশি যে কাজে লাগে না নিকট-অতীতে তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক নৈরাজ্যে দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। এই উদ্বেগ আরও বেড়ে যায় যখন দেখা যায় শিক্ষার মানাবনয়নের পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়ম সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি ও চরম দলীয়করণও শিক্ষার মানের অবনতির একটি বড় কারণ। গত সরকারের আমলে 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই' ধরনের কিছু মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অপপ্রচার চালানো হয় যে, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চাইছে। ক্ষমতার হাতবদলের পর এসব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকরা যে নব উদ্যমে তাদের পুরনো কাজকর্ম শুরু করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ আমলের 'বঞ্চিত'রা এবারে তা সুদে-আসলে আদায় করে নিচ্ছে এবং তা কেবল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ঘটেনি, সাধারণ স্কুল-কলেজেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যাবে। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবগুলো বেসরকারি স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দিয়ে পছন্দমতো লোক দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষকে বদলি বা চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা যাবে কিভাবে? আর স্কুল-কলেজে যদি পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশই না থাকে তাহলে নকল বন্ধের সম্ভাবনা কতখানি? ক্লাসে পড়াশোনা না হলে ছাত্রছাত্রীরা নকল করবেই। অতএব নকল বন্ধে সাময়িক বা লোক দেখানো কর্মসূচি না নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সরকারের দলীয়করণ ও স্বজন তোষণনীতিও পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।